বাংলাদেশ জাতীয় এআই গভর্নেন্স হ্যান্ডবুক

নীতি, আইন, বাস্তবায়ন কাঠামো ও নির্দেশিকা।

National AI Governance in Bangladesh



INCLUSIVE
RESPONSIBLE
SUSTAINABLE
AI FOR
BANGLADESH

Nafiul Ahmad Rafi

অধ্যায় ১

AI শাসনব্যবস্থা বোঝা: ধারণা, নীতি ও পরিধি

অধ্যায়ের ভূমিকা

AI নিয়ে নীতিগত আলোচনায় প্রায়ই দুই ধরনের সরলীকরণ দেখা যায়। একদল বলেন, AI সেবা দ্রুত ও দক্ষ করবে, তাই যত দ্রুত সম্ভব গ্রহণ করা উচিত। অন্যদল সতর্ক করেন—AI পক্ষপাতদুষ্ট বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে, তাই এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। দায়িত্বশীল সিদ্ধান্তের জন্য কোনো একপক্ষই যথেষ্ট নয়। একই প্রযুক্তি এক প্রেক্ষাপটে সহায়ক হতে পারে, আরেক প্রেক্ষাপটে অধিকার বা জীবিকার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। ঝুঁকি নির্ভর করে ব্যবস্থার নকশা, ব্যবহার-উদ্দেশ্য, তথ্যের মান, সিদ্ধান্তের গুরুত্ব, প্রভাবিত মানুষের অবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার ওপর।

এই অধ্যায় AI শাসনব্যবস্থার ব্যবহারিক অর্থ ব্যাখ্যা করে। প্রথমে AI বলতে কী বোঝানো হচ্ছে তা নির্ধারণ করা হবে। এরপর শাসনব্যবস্থার সীমানা, AI-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, জীবনচক্রভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ, অংশীজনের দায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক—বিভিন্ন স্তরের শাসনের বিষয়টি আলোচনা করা হবে। শেষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আলোচনার তাৎপর্য এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি প্রাথমিক যাচাইতালিকা দেওয়া হয়েছে—কেন গুরুত্বপূর্ণ, কার দায়িত্ব, কীভাবে প্রয়োগযোগ্য এবং ভুল হলে কী প্রতিকার—এই চারটি দৃষ্টিকোণ বজায় রেখে।

শেখার লক্ষ্য

এই অধ্যায় শেষে পাঠক AI শাসনব্যবস্থার পরিধি, জীবনচক্র, স্তর ও অংশীজন চিহ্নিত করে একটি প্রাথমিক শাসন-যাচাইতালিকা তৈরি করতে পারবেন।

১.১ AI শাসনব্যবস্থার পরিচয়

AI শাসনব্যবস্থা হলো এমন নিয়ম, দায়িত্ব, প্রক্রিয়া ও তদারকির সমষ্টি, যার মাধ্যমে AI ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নির্ধারণ, উন্নয়ন, ক্রয়, ব্যবহার, পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে সংশোধন বা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লক্ষ্য কেবল প্রযুক্তিগত ত্রুটি কমানো নয়; একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হয় যে ব্যবস্থা আইনসম্মত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুস্পষ্ট, নাগরিকের অধিকার বিবেচনায় এসেছে, এবং ভুল সিদ্ধান্ত শনাক্ত ও সংশোধনের পথ খোলা আছে।

শাসনের প্রয়োজন হয় কারণ AI-ব্যবস্থা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু দায় নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো মডেল হয়তো আবেদনগুলোকে ঝুঁকি অনুযায়ী সাজায়; কিন্তু কোন তথ্য নেওয়া হবে, কোন ঝুঁকি গুরুত্বপূর্ণ, কতটি আবেদন মানুষের পর্যালোচনায় যাবে—এসব সিদ্ধান্ত মানুষ ও প্রতিষ্ঠানই নেন। তাই “কম্পিউটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে”—এ কথায় দায়িত্ব এড়ানো যায় না। কেন গুরুত্বপূর্ণ: রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে ন্যায্য প্রক্রিয়া রক্ষা। কার দায়িত্ব: সেবা-মালিক, অনুমোদনকারী, এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর। কীভাবে: স্পষ্ট দায়িত্ব-বণ্টন, নথিবদ্ধ নিয়ম, পর্যবেক্ষণ। প্রতিকার: মানবীয় পুনর্বিবেচনা, আপিল ও ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সেবা পাওয়ার যোগ্যতা, সরকারি অর্থ বণ্টন, নিয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা আইন প্রয়োগের মতো সিদ্ধান্তে AI ব্যবহৃত হলে বৈধ কর্তৃত্ব, ন্যায্য প্রক্রিয়া, নথি সংরক্ষণ, ব্যাখ্যা, মানবীয় পর্যালোচনা ও আপিলের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এখানে শাসন বলতে শুধু নতুন আইন নয়। বিদ্যমান আইনের মধ্যেই কোনো প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ, ক্রয়চুক্তিতে পরীক্ষার শর্ত যোগ, তথ্যের উৎস নথিবদ্ধ, ফলাফল পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া স্থাপন করতে পারে। আবার কোনো ঝুঁকি ব্যাপক বা মৌলিক অধিকার–সংশ্লিষ্ট হলে স্পষ্ট আইন, স্বাধীন তদারকি বা বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন হতে পারে। কেন গুরুত্বপূর্ণ: উচ্চ-প্রভাব ব্যবহারে নাগরিকের সুরক্ষা। কার দায়িত্ব: নীতিনির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক; প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্তৃপক্ষ। কীভাবে: উপযুক্ত নীতিমালা, অনুমোদন-ব্যবস্থা, তদারকি। প্রতিকার: স্থগিত/বন্ধ করা, স্বাধীন পর্যালোচনা।

১.২ শাসনগত প্রয়োজনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংজ্ঞা

AI–এর একক, সর্বস্থায়ী সংজ্ঞা নেই। প্রযুক্তি বদলায় এবং “AI” শব্দটি গবেষণা, বাজারজাতকরণ বা আইনি দলিলে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। শাসনগত প্রয়োজনে দরকার একটি কার্যকর সংজ্ঞা—যা প্রযুক্তির নাম নয়, বরং ব্যবস্থাটি কীভাবে কাজ করে ও কোথায় প্রভাব ফেলে তা ধরে।

OECD-এর হালনাগাদ সংজ্ঞা অনুসারে AI ব্যবস্থা হলো যন্ত্রভিত্তিক এমন একটি ব্যবস্থা, যা স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য অনুসারে ইনপুট থেকে অনুমান করে পূর্বাভাস, কনটেন্ট, সুপারিশ বা সিদ্ধান্তের মতো আউটপুট তৈরি করে; এসব আউটপুট বাস্তব বা ভার্চুয়াল পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। বিভিন্ন ব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসন ও চালুর পর অভিযোজনক্ষমতা এক নয়। এই সংজ্ঞা নীতিগত আলোচনায় সহায়ক, তবে এটিকে বাংলাদেশের আইনগত সংজ্ঞা বা বাধ্যবাধকতা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না। [1]

সহজভাবে: AI ব্যবস্থা লেখা, ছবি, শব্দ, সেন্সর বা পূর্বের রেকর্ডের মতো ইনপুট নিয়ে একটি মডেল বা নিয়মে বিশ্লেষণ করে আউটপুট দেয়—যেমন শ্রেণিবিন্যাস, ঝুঁকির স্কোর, ভবিষ্যৎ অনুমান, লেখা/ছবি তৈরি, বা পরবর্তী সিদ্ধান্তের সুপারিশ। মানুষ সেই ফলাফল কীভাবে ব্যবহার করছেন—তাও শাসনের প্রশ্ন। কেন গুরুত্বপূর্ণ: সীমানা ঠিক না হলে ভুল নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ হয়। কার দায়িত্ব: নীতিনির্ধারক ও সেবা-মালিক। কীভাবে: নাম নয়, কাজ–তথ্য–প্রভাব–ব্যবহারকারীর ভূমিকা দেখে সংজ্ঞা প্রয়োগ। প্রতিকার: অস্পষ্ট হলে উচ্চ-ঝুঁকির ব্যবহার স্থগিত রেখে পুনর্মূল্যায়ন।

মেশিন লার্নিংয়ে কম্পিউটার উদাহরণভিত্তিক তথ্য থেকে প্যাটার্ন শেখে। জেনারেটিভ AI শেখা প্যাটার্নে নতুন লেখা, ছবি, শব্দ, কোড ইত্যাদি তৈরি করে। আউটপুট সাবলীল হলেও নিখুঁত বা নিরপেক্ষ হওয়ার নিশ্চয়তা নেই; তাই সুন্দরভাবে লেখা উত্তর যাচাইয়ের বিকল্প নয়।

সাধারণ সফটওয়্যারও নিয়মভিত্তিক স্বয়ংক্রিয়তা করতে পারে—যেমন আবেদন জমা হলে রসিদ পাঠানো। সব স্বয়ংক্রিয় কাজই AI নয়। আবার AI কোনো বড় সেবার একটি উপাদান হতে পারে; পুরো সেবাকে “AI” বলা হলে প্রকৃত দায়িত্ব আড়ালে যায়। তাই তিনটি ব্যবহারিক প্রশ্ন করুন: কোন অংশটি AI-ভিত্তিক, সেটি কী আউটপুট দেয়, এবং সেই আউটপুটের ওপর কে কীভাবে নির্ভর করে?

১.৩ AI শাসনব্যবস্থা কী? সংজ্ঞা, পরিধি ও সীমানা

এই বইয়ে AI শাসনব্যবস্থা বলতে বোঝানো হয়েছে—AI-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমকে জনস্বার্থ, আইনসম্মততা, জবাবদিহি ও উপযুক্ত ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার নীতি, আইন, দায়িত্ব, প্রক্রিয়া ও প্রতিকারব্যবস্থা। কেবল মডেল বা ডেটা সায়েন্স দলের কাজ নয়; কেন ব্যবস্থা নেওয়া হলো, কোন বিকল্প ভেবেছিলাম, কারা প্রভাবিত, কে অনুমোদন দিলেন, চালুর পর কীভাবে ফল দেখা হবে—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম সীমানা: উদ্দেশ্য। সমস্যাটি স্পষ্ট না করে সরাসরি AI কিনলে প্রযুক্তি-ই লক্ষ্য ঠিক করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ধীর আবেদন নিষ্পত্তির কারণ হতে পারে কাগজপত্রের জট, কর্মীর ঘাটতি, অস্পষ্ট নিয়ম বা সমন্বয়হীনতা। AI হয়তো একটি অংশে সহায়তা করবে; কিন্তু মূল ত্রুটি না বদলালে নতুন স্বয়ংক্রিয় ধাপ সমস্যা বাড়াতে পারে। কেন গুরুত্বপূর্ণ: ভুল সমস্যা ধরলে ভুল সমাধান হয়। কার দায়িত্ব: সেবা-মালিক ও